বাংলাদেশের শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা

বাংলাদেশের শিল্প ও রপ্তানি অর্থনীতির জন্য মিরসরাই থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার খবর এসেছে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনলাইন ভার্সনের খবর থেকে জানা যায়, তুরস্কের শীর্ষস্থানীয় টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠান সানকো মিরসরাই শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে একটি সমন্বিত টেক্সটাইল উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এটি শুধু একটি বিদেশি কোম্পানির কারখানা স্থাপনের ঘটনা হবে না; বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পকে প্রচলিত উৎপাদন থেকে আরো বেশি উচ্চমূল্যের ও প্রযুক্তিনির্ভর পণ্য উৎপাদনের দিকে নেওয়ার একটি বড় সুযোগ তৈরি হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পে কাপড় উৎপাদন, ফ্যাব্রিক প্রসেসিং এবং ভ্যালু অ্যাডেড টেক্সটাইল পণ্য তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর অর্থ হলো বাংলাদেশ শুধু পোশাক তৈরির কারখানা হিসেবে নয়, বরং পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের কাপড় ও বিশেষায়িত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আরো শক্তিশালী হতে পারে।

এটি হলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের জন্য বড় সুবিধা হবে। কারণ একটি পোশাক তৈরির জন্য কাঁচামাল যদি দেশের ভেতরেই অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়, তাহলে আমদানি-নির্ভরতা কমবে, উৎপাদন সময় কমবে এবং স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা বাড়বে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত ও মানসম্মত পণ্য সরবরাহের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। আরেকটি বড় সম্ভাবনা হলো বিদেশি প্রযুক্তি ও দক্ষতার স্থানান্তর।

সানকোর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ শুধু অর্থ নিয়ে আসে না; এর সঙ্গে প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, উৎপাদন কৌশল এবং বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে সংযোগও। বিশেষ করে টেক্সটাইল খাতে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, পানি ও জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উচ্চমূল্যের ফ্যাব্রিক তৈরিতে বিনিয়োগ বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে।

সানকোর প্রস্তাবে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়া ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক পোশাক ক্রেতারা এখন শুধু কম দামের পণ্য চান না; তারা উৎপাদনের পরিবেশগত প্রভাব, কারখানার জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। ফলে 'সবুজ' বা পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা এখন বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতার অন্যতম শর্ত হয়ে উঠেছে।

তবে এখানে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় শিক্ষা রয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে শুধু জমি বরাদ্দ করলেই হবে না। বিনিয়োগকারীরা যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন—গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, যোগাযোগ, বন্দরসুবিধা, দ্রুত অনুমোদন এবং প্রশাসনিক গতিশীলতা—এসব নিশ্চিত করতে হবে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের জন্য বড় সুবিধা। সমুদ্রবন্দর, মহাসড়ক, রেল যোগাযোগ এবং বৃহৎ শিল্পাঞ্চলকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে মিরসরাই শুধু একটি শিল্পাঞ্চল নয়, বরং বাংলাদেশের অন্যতম বড় উৎপাদন ও রপ্তানিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

এই বিনিয়োগের আরেকটি বড় প্রভাব পড়তে পারে কর্মসংস্থানে। একটি ৩০ কোটি ডলারের সমন্বিত শিল্পপ্রকল্প সরাসরি কতজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তা প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশা ও উৎপাদন সক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে। তবে সরাসরি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরিবহন, প্যাকেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ, কাঁচামাল, খাবার, আবাসন ও অন্যান্য সেবা খাতে পরোক্ষ কর্মসংস্থানও তৈরি হতে পারে। আর যদি প্রকল্পের সঙ্গে স্থানীয় শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংযুক্ত করা যায়, তাহলে এর সুফল শুধু কারখানার ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকবে না; পুরো অঞ্চলের অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়বে।
এখানে সরকারেরও একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে যেন স্থানীয় উদ্যোক্তারাও সমানভাবে উপকৃত হন। বিদেশি কোম্পানি ও স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রযুক্তি, দক্ষতা ও সরবরাহ ব্যবস্থার সংযোগ তৈরি করা গেলে বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি সুফল অনেক বেশি হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রপ্তানি বাজার। সানকোর আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের বাংলাদেশে আনার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেয়, তাহলে নতুন আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্পের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। এতে শুধু সানকোর নিজস্ব পণ্য নয়, দেশের অন্যান্য টেক্সটাইল ও পোশাক উৎপাদকেরাও নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ পেতে পারেন।

এটি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্ববাজারে পোশাকের প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। ভিয়েতনাম, ভারত, তুরস্ক, চীনসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা রয়েছে। শুধু কম শ্রমমূল্যের ওপর নির্ভর করে এই প্রতিযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা কঠিন। প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমশক্তি, দ্রুত উৎপাদন, উচ্চমানের পণ্য এবং বৈচিত্র্যময় রপ্তানি।

বাংলাদেশ বহুবার বড় বিদেশি বিনিয়োগের আগ্রহের খবর এসেছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে কিছু প্রকল্প শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এখন মূল কাজ হলো আগ্রহকে দ্রুত বাস্তবে বিনিয়োগে পরিণত করা। জমি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, অনুমোদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় অহেতুক জটিলতা থাকলে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ নষ্ট হতে পারে।

সরকারের উচিত সানকোর প্রস্তাবকে শুধু একটি বিনিয়োগ প্রস্তাব হিসেবে না দেখে বাংলাদেশের টেক্সটাইল ভ্যালু চেইন উন্নয়নের একটি কৌশলগত সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা।

মোদ্দা কথা, মিরসরাইয়ে তুরস্কের এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক বার্তা। এটি সফল হলে নতুন কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি স্থানান্তর, রপ্তানি সম্প্রসারণ, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ এবং উচ্চমূল্যের টেক্সটাইল উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে।

● **লেখক: আকাশ চৌধুরী, সাংবাদিক ও কলামিস্ট**